মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৯১৩

পর্ব-৬: যাকাত (كتاب الزكاة)

পরিচ্ছেদঃ ৬. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - সদাক্বার মর্যাদা

আরবী

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ. وَأَيُّمَا مُسلم سقا مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُوم» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ

বাংলা

১৯১৩-[২৬] আবূ সা’ঈদ আল্ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে মুসলিম কোন একজন উলঙ্গ মুসলিমকে কাপড় পরাবে, আল্লাহ তা’আলা তাকে কিয়ামতের (কিয়ামতের) দিন জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। যে মুসলিম কোন ক্ষুধার্ত মুসলিমকে খাবার দেবে, আল্লাহ তা’আলা তাকে জান্নাতের ফল-ফলাদি খাওয়াবেন। আর যে মুসলিম কোন পিপাসার্ত মুসলিমের পিপাসা মেটাবে, আল্লাহ তা’আলা তাকে ’রাহীকুল মাখতূমে’র পানীয় দিয়ে পরিতৃপ্ত করাবেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ১৬৮২, আত্ তিরমিযী ২৪৪৯, য‘ঈফ আত্ তারগীব ১২৭৯, য‘ঈফ আল জামি‘ আস্ সগীর ২২৪৯। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সানাদে আবূ খালিদ আদ্ দালানী একজন সত্যবাদী রাবী কিন্তু বেশি বেশি ভুল করে এবং তাদলীস করে। তাই সে য‘ঈফ রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: যে মুসলিম ব্যক্তি অন্য কোন মুসলিমকে তার পিপাসায় পানি পান করাবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতে মিসকের সুগন্ধি দ্বারা মুখ বন্ধ করা বোতল থেকে পূর্ণভাবে জান্নাতী মদ পান করাবেন। আল্লামা মুল্লা ‘আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, আর্ রাহীক্ব (الرَّحِيْق) অর্থ হচ্ছে মদের শ্রেষ্ঠাংশ এবং নির্ভেজাল পানীয় যাতে কোন ভেজাল থাকবে না। আর আল্ মাখতূম (الْمَخْتُوْم) অর্থ হলো এমন বোতল যার ছিল এমনভাবে লাগানো যা খুবই

সুরক্ষিত এবং যার নিকটে তার অধিকারী/হকদার ব্যতীত কেউ পৌঁছতে পারে না। আল্লামা আল্ মা'নাবী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হাদীসে বর্ণিত কাজগুলো যারা করবে তাদেরকে জান্নাতে ঐ জিনিসের সর্বোত্তমটি প্রতিদান হিসেবে দেয়া হবে। কারণ স্বাভাবিকভাবে জান্নাতের সবাইকেই তো ঐসব বস্তু দেয়া হবে। ঐসব কর্মশীলদের সর্বোত্তমটি দেয়ার মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হবে। এ হাদীসের মধ্যে এ ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, সৎকর্মের মধ্যে বৈচিত্রতা অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের সৎকর্ম সম্পাদন করা উচিত এবং যারা ঐ সব বস্তুর মুখাপেক্ষী, অর্থাৎ যাদের ঐ সবে চাহিদা রয়েছে তাদেরকে তা দেয়া উচিত। এ হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণ হয় যে, ঐ সব কর্মের প্রতিদান একই জাতের বস্তু দ্বারা দেয়া হবে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56473

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন